২৯-০৯-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ১০০ শতাংশ সর্বগুণে সম্পন্ন হতে হবে, মনের দর্পণে দেখতে হবে যে, আমরা কতো পর্যন্ত পবিত্র হয়েছি"

প্রশ্ন : - তোমরা বাচ্চারা রোজ কোন্ উৎসব পালন করো, আর অন্যান্য মানুষেরা কোন্ উৎসব পালন করে ?

উত্তর : - তোমরা দৈবী ধর্ম স্থাপনের অর্থাৎ ভারতকে স্বর্গ বানানোর উৎসব রোজ পালন করো । তোমাদের রোজ মানুষকে দেবতা বানানোর চারা লাগাতে হবে । দুনিয়ার মানুষ তো জঙ্গলের কাঁটাগাছের চারা লাগায় আর নাম দিয়ে দেয় বনোৎসব । তোমরা রোজ কাঁটা থেকে ফুল বানানোর উৎসব পালন করো । তোমাদের মতো উৎসব আর কেউ পালন করতে পারে না ।

গীত : - হে প্রাণী নিজ মুখ দেখ্ রে দর্পণে, দেখ্ রে কতটা পুণ্য আর কতটা পাপ হয়েছে জীবনে...

ওম্ শান্তি । এ কথা কে বলেছে ? এখানে তো বাবা আর বাচ্চাদের সমুখ মিলন । বাচ্চারা এখন দেখার জন্য দিব্য চক্ষু, জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছে কেননা সবাই তো পতিত আত্মা অথবা পাপ আত্মা ছিল । পতিতদের পবিত্র বানানোর জন্য বাবা শ্রীমত দেন । এই শ্রীমত কে দেন, তাঁকেও বোঝা উচিত । তিনিই এই কথা আত্মাদের বলেন । আত্মা জানে যে, আমি এই শরীরের দ্বারা ভালো কর্ম বা খারাপ কর্ম করেছি । বাচ্চারা, তোমাদের বাবা এই জ্ঞান দেন । সবাই যে পতিত ছিলো, এ তো নিশ্চিত । এখন তোমরা দেখো যে, আমরা কতো পর্যন্ত পবিত্র হয়েছি, আর কতো পর্যন্ত দৈবী গুণ ধারণ করেছি ? দৈব গুণ ধারণ করান সর্বগুণের সাগর বাবা, তিনি বসেই তোমাদের বোঝান । মানুষ তো গেয়ে থাকে যে - আমি এই নির্গুণ, হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই । নিজেই বলে - আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই । এখন বাচ্চারা, তোমাদের একশো প্রতিশত সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে । তোমরা তোমাদের মনের দর্পণে নিজেকে দেখো । যখন তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন হবে তখনই তোমরা শ্রী লক্ষ্মী বা শ্রী নারায়ণকে বরণের যোগ্য হবে । প্রথমে তো বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত । এমন যিনি বেহদের বাবা, যাঁর জন্য গাওয়া হয় -তুমি মাতা - পিতা ------সেই পরমপিতার অনেক বড় মহিমা । বলা হয় শিবায় নমঃ, এখন তিনি তো স্বর্গের রচয়িতা । অবশ্যই আমাদের সেই বাবার থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার অধিকার আছে । বেহদের বাবার আশীর্বাদী বর্সা হলো স্বর্গের বাদশাহী যা তিনি আমাদের দেন । ভারতেরই স্বর্গের বাদশাহী ছিলো, এখন আর নেই । অবশ্যই তা বাবার থেকে পেয়েছিলো । ভারতই সত্যখণ্ড হয় । সত্য শিববাবার এ হলো জন্মস্থান - এ কথা কেউই জানে না । শিবরাত্রির যে গায়ন আছে তা কোনটা ? কৃষ্ণের রাত্রি, শিবের রাত্রি দেখানো হয় । কৃষ্ণের তো মায়ের গর্ভে জন্ম হয়েছিলো । শিববাবার জন্য বাস্তবে জন্মাষ্টমী বলা হবে না । শিববাবা তখনই আসেন যখন ব্রহ্মার রাত হয় । রাতের পরে দিন অর্থাত্ কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদি হয় । একে বলা হয় ঘোর অন্ধকারের রাত । এ বেহদের কথা হয়ে গেলো । হদের রাত তো হয়ই কিন্তু কলিযুগের অন্তকে ঘোর অন্ধকার বলা হয় । জ্ঞান অঞ্জন সদ্গুরু দেন । সদ্গুরু জ্ঞান সূর্য বাবাকে বলা হয় । প্রথম প্রথম তো বাবা এবং তাঁর অবিনাশী বর্সার পরিচয় দিতে হবে । মনে করো, কোনো বাদশাহর বাচ্চা নেই, তিনি যদি কোনো গরীবের বাচ্চাকে দত্তক নেন, তো বাচ্চা মনে

মনে জানে, আমি গরীব ছিলাম, এখন আমি বাদশাহের সন্তান । তোমরাও জানো যে, আমরা রাবণের হওয়াতে অনেক গরীব, কাঙ্গাল হয়ে গিয়েছিলে । এখন আমরা বেহদের বাবার হয়েছি । তাঁর থেকে আমরা স্বর্গের অবিনাশী বর্সা পাই । এই পরিচয় খুব ভালোভাবে দিতে হবে এরপর লিখিয়ে নিতে হবে, আমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের অবিনাশী বর্সা পাই । এই জ্ঞান আর কেউই দিতে পারেন না । সন্ন্যাসী তো গৃহত্যাগ করে চলে যায় । তাঁরা মা – বাবা, কাকা, মামা ইত্যাদি বলার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায় । এখানে তো গৃহস্থ ধর্মের কথা । ওঁরা গৃহস্থ ধর্মের ত্যাগ করে ।

বাচ্চারা তোমাদের বাবা বোঝান – তোমরা সেই দেবী – দেবতারা গৃহস্থ ধর্মের ছিলে, সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে, আর তোমরা স্বর্গের মালিকও ছিলে । এরপর তোমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে নিজেদের পুজোও করো । যেহেতু তোমরা পূজ্য সেই দেবী – দেবতা, তাই তোমাদের সেখানে পুজো করার কোনো প্রয়োজন নেই । এমনিতেই ভারত পূজ্য দেবী – দেবতার কুল । এখন তোমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছো । তাই বাচ্চারা তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য দেবী – দেবতা হতে হবে, এইজন্যই গায়ন আছে –– তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী । বাবা কিন্তু পূজ্য বা পূজারী হন না । বাবা তো সদা পূজ্যই । ভক্তিমার্গে ব্রাহ্মণরা মন্দিরে শিবলিঙ্গ রাখে তারপর বসে বাবার পুজো করে । আমরা তাঁর সন্তান । হে পরমপিতা পরমাত্মা, এমনই তো বলবে, তাই না । তিনি তো নিরাকার, আত্মাও নিরাকার । শিবের কাছে গেলে মানুষ বলে, পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার শিব । এ কথা আত্মা বলে এই শরীরের দ্বারা । এখন বাচ্চারা, তোমরা বাচ্চারা এইকথাও জেনে গেছো যে, যিনি ভালো কর্তব্য করে যান, তাঁর মহিমা করা হয় । এখন তোমরা সেই নিরাকারকেই মাতা – পিতা বলো । তোমার সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের শিক্ষায় আমরা গভীর সুখ পাবো । এরজন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । এ কতো সহজ কথা । তোমরা প্র্যাকটিকালি প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান বি.কে, তোমরা সামনে বসে আছো । তোমরা শিববাবা এবং ব্রহ্মাবাবা দুজনের সামনেই বসে আছো । শিববাবা তো নিজের শরীরও নেই । তোমরা জানো যে, শিববাবা এনার মুখ দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন । কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা, তিনি কিভাবে বলবেন, দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাও, নিজেকে আত্মা মনে করো । এ কথা কৃষ্ণ তো বলতে পারে না । এ কথা বাবাই বলতে পারেন । এ তো অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে । লক্ষ্মী – নারায়ণ থেকে নিয়ে যথা রাজা – রাণী তথা প্রজা সবাই সুখী ছিলো ।তাঁরা সবাই ৮৪ জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হয়েছে । প্রধান তো হলেন লক্ষ্মী – নারায়ণ । যথা রাজা – রাণী, তথা প্রজা । এখন আবার তোমরা এখানে এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো । এ হলো তোমাদের লীপ জন্ম । লীপ বলা হয় ধার্মিকদের । তোমরা জানো যে, এ হলো আমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম ।

দিন – প্রতিদিন বাবা নতুন নতুন পয়েন্টস বুঝিয়ে বলেন । যতোদিন বাঁচবে অন্তিম সময় পর্যন্ত তোমাদের পড়তে হবে । পয়েন্টস আসতে থাকবে আর যোগ হতে থাকবে । জ্ঞান যজ্ঞও অন্তিম সময় পর্যন্ত চলবে । মানুষ রুদ্র যজ্ঞের রচনা করে, মাটির শালগ্রাম বানিয়ে বসে তাঁর পুজো করে । আত্মার পুজো হয় । তোমরা জীব আত্মারাই ভারতকে মুকুটধারী করেছো, তাই আত্মাদের পুজো করা হয় । পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমরা সার্ভিস করো,তাই শিবলিঙ্গের সঙ্গে শালগ্রামও বানানো হয় । তাই প্রধানত প্রথমে প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে । শিববাবা জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু তিনি থোড়াই মায়ের গর্ভে জন্ম নেবেন । তিনি হলেনই নিরাকার ।

কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে তো তার আত্মাকে ডাকা হয় পিন্ড খাওয়ার জন্য । তাই আত্মাদের তো খাওয়ানো হয় । আত্মাই স্বাদ অনুভব করে । আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে । আত্মার সুখ - দুঃখের অনুভব তখনই হয় যখন আত্মা শরীরে থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, সাজা কিভাবে পায় । সূক্ষ্ম শরীরও নয়, স্থূল শরীর ধারণ করিয়ে সাজা দেন । গর্ভজেলে সাজা খায় । ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে । ব্যস, আমাকে বাইরে বের করো । গর্ভ মহলেরও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে । বাইরে বের হতে চাইত না । এমন দৃষ্টান্তও আছে । সত্যযুগে গর্ভও মহল হয়ে যায় । সেখানে কোনো পাপ হয় না ।

এখন তোমরা জানো যে, তোমরা কিভাবে পতিত হয়েছো । নামই আছে - অজামিলের মতো পতিত । অনেক পাপ করে । পবিত্র অর্থাত্ নির্বিকারী । মুখ্য বিষয়ই হলো বিকারের, তাই গাওয়া হয়, পতিত পাবন সীতারাম, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম ----এখন রাজা রাম তো শিববাবাকে বলবে না । রাম পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয় । রাজা রাম নয় । আমি তো রাজা - মহারাজা হই না । শ্রী লক্ষ্মী মহারানী আর নারায়ণ মহারাজা তোমরা হও, আমি নই । আমি তো নিরাকার, পুনর্জন্ম রহিত । যারা শরীরধারী, তারা সবাই পুনর্জন্ম নিতে থাকে । বাবা বলেন যে, আমি হলাম নিরাকার । আমাকেও এই প্রকৃতির আধার নিতে হয় । আমি গর্ভে প্রবেশ করি না, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি । ইনি নিজের জন্মকে জানেন না ।

বাবা বসে বোঝান যে, তোমরাই সেই দেবী -দেবতা ছিলে, তারপর শূদ্র হয়েছো, এখন তোমরাই আবার ব্রাহ্মণ হয়েছো । আমি এই কথা তোমাদের বোঝাই । তোমরা তোমাদের জন্মকে জানো না । যারা ব্রাহ্মণ হবে, তারাই এসে বুঝতে পারবে । বাবা বলেন যে,এইভাবে তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছো । বলা হয় ২১ কুলের অবিনাশী বর্সা । বেহদের বাবা তো বেহদের সুখের বর্সাই দেবেন, তাই না । লৌকিক বাবার থেকে তো অল্পকালের সুখ পাওয়া যায় । অমরলোকে আদি, মধ্য এবং অন্ত হলো সুখ । এখানে আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ । তোমাদের, পার্বতীদের অমরনাথ শিববাবা অমরকথা শোনান । সত্য নারায়ণের কথাও তিনিই শোনান । এ হলো জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন দানের কথা । ভারতবাসী সদা সুখী ছিলো, অনেক পবিত্র ছিলো । পবিত্রতা, সুখ, শান্তি ছিলো । সেখানে কেউই কখনো রোগগ্রস্ত হতো না । নামই হলো স্বর্গ । ভারত ছিলো প্রাচীন স্বর্গ, সেখানে আর কোনো ধর্ম খণ্ড আদি ছিলো না । ঝাড়ের কান্ড তো থাকবেই । এই কাণ্ডে কারা থাকে ? বরাবর দেবী - দেবতাদের চিত্র থাকে । সে হলো ফাউন্ডেশন । এখন তোমরা নিজেদের দেবী দেবতা ধর্মের বলতে পারবে না । এখন তাঁদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তোমরা সত্যযুগে রাধা - কৃষ্ণের মতো জোড়া হতে পারো । এসো আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি - তোমরা সত্যি সত্যি স্বর্গের প্রিন্স কিভাবে হতে পারো । এই সময় তো সকলেই পতিত, তোমরা যে কোনো যুক্তিতে লিখতে পারো । বলা হয় - সব ধর্ম মিলে এক হয়ে যাক কিন্তু এ কিভাবে হতে পারে ? এক ধর্ম তো সত্যযুগে ছিলো, সেখানে এক মত, এক ভাষা ছিলো । সেখানে তালি বা ঝগড়া হতো না । সেখানে তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে, অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না সেখানে । তা কিভাবে হয়েছিলো, তারপর অন্য ধর্ম কিভাবে এলো - এ কেউই বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে না । যখন সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যায়, তখনই পতিত পাবন বাবা আসেন, আর অন্য ধর্মের পবিত্র আত্মারাও ওপর থেকে আসেন । প্রথমে ধর্মস্থাপক নিজে আসেন, তারপর তাঁর পিছনে অন্যদেরও ডাকেন যে, এসো । তাঁদের তো সতো, রজো এবং তমোতে আসতে হবে । যারাই এখানে আসে, সবাইকেই সতো, রজো তারপর তমো হতেই হবে । তোমরা কিন্তু এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছো । সবাই তাঁকে ডাকে - গড ফাদার এসো, এসে আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাও । এই স্বর্গ কেউ মুক্তিকে

কেউ আবার জীবনমুক্তিকে মনে করে । তোমরা জানো যে স্বর্গ জীবনমুক্তিকে বলা হয় । তোমরা এখন চারাগাছ লাগাচ্ছো । ওরা আবার কাঁটার জঙ্গলের চারাগাছ লাগাচ্ছে । এ রাত দিনের তফাত । ওদেরও ওই উৎসব পালন করা হয় । বনোৎসব, ঝাড় লাগানোর উৎসব পালন করা হয় । তোমরা দৈবী ধর্ম স্থাপনের অর্থাত্ ভারতকে স্বর্গ বানানোর উৎসব রোজ পালন করি । তোমরা রোজ মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য পুরুষার্থ করো । কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করা -- এ তোমাদের রোজের উৎসব । বাগানের মালী অবশ্যই তোমাদের এর পুরস্কার দেবে ।

বাচ্চারা এই গান শুনেছে - হে প্রাণী, নিজের মন দর্পণে দেখো - তোমরা স্বর্গের দেবী - দেবতা হওয়ার অথবা লক্ষ্মীকে বরণের যোগ্য হয়েছো কি ? তোমাদের কোনো অপগুণ তো নেই ? যদিও তুফান খুবই আসবে । মায়া কাউকেই ছাড়ে না । বড় বড় দীপকেও মায়া নিভিয়ে দেয় । উল্টাপাল্টা সঙ্কল্প তো খুব আঘাত করবে । তোমাদের দৃঢ় থাকতে হবে । এখানে ঝিমিয়ে পড়ার কোনো কথাই নেই । বাবার সঙ্গে যোগ ছেড়ে দিও না । সবার কান্ডারী ওই এক বাবা । এ হলো বিষয় বৈতরণীর অনেক বড় খাল । এ তোমরা যোগবলের দ্বারা পার করো । বিষয় সাগর থেকে পার হয়ে তোমরা ক্ষীর সাগরে চলে যাবে । বিষ্ণুর রাজ্য হলো ক্ষীর সাগরে, যেখানে ঘিয়ের নদী বয়ে যায় । এখানে তো কেরোসিন আর রক্তের নদী বইতে থাকে ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা শিববাবার শ্রীমতে শিবালয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমরা সর্বদা সুখী থাকবো । তোমরা সদা সুখী ছিলে, মায়া তোমাদের দুঃখী বানিয়েছে । গৃহস্থ জীবনকে অধর্ম বানিয়ে দিয়েছে । ওখানে গৃহস্থ জীবনে থাকে ধর্ম । বাবা এখন তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী গৃহস্থ ধর্মের বানাচ্ছেন । প্রথমে মুখ্য হলো বাবার পরিচয় । তোমরা বাবার হলে স্বর্গের মালিক হতে পারো । এ তো দুঃখধাম । তোমরা ভায়া মুক্তিধাম স্বর্গে যাও তাই শিবপুরী, বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো । এই স্মরণ করতে করতে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে । এই কথা স্মরণে রেখো - তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এরপর আমরা আগামী দিনে এসে রাজ্য করবো, মন দর্পণে নিজের মুখ দেখতে থাকো, আমাদের মধ্যে কোনো অপগুণ তো নেই ? আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) যোগবলের দ্বারা বিষয় বৈতরণীর বড় খাল পার হতে হবে । উল্টো সঙ্কল্পে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যেও না । তোমাদের দৃঢ় থাকতে হবে ।

২) পূজনীয় হওয়ার জন্য বাবার সাথে ভারতকে মুকুটধারী বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান :-- সম্পর্কে আসা আত্মাদের সদা সুখের অনুভূতি করিয়ে মাস্টার সুখদাতা ভব

তোমরা সুখদাতার সন্তান মাস্টার সুখদাতা তাই সুখের খাতা জমা করতে থাকো । শুধুমাত্র এই চেকই করো না যে, আজ সারাদিনে কাউকে দুঃখ দিই নি তো ? এও চেক করো যে সুখ কতটা দিয়েছি ?

যেই সম্পর্কে আসুক না কেন, তোমাদের মাস্টার সুখদাতার দ্বারা প্রতি পদে যেন সুখের অনুভূতি করে, একেই বলা হয় দিব্যতা বা অলৌকিকতা । প্রতি সময় এই কথা যেন স্মৃতিতে থাকে যে, এই এক জন্মে ২১ জন্মের খাতা জমা করতে হবে ।

স্লোগান :-- এক বাবাকেই নিজের সংসার বানিয়ে নাও , তাহলেই অবিনাশী প্রাপ্তি হতে থাকবে ।